শিরে ন্যাক, দুয়ার এঁটেও প্রাক্তনী-শরণে

এই সময়: সামনেই ন্যাক পরিদর্শন। তার আগে সাজসাজ রব প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ন্যাক-এর শর্ত মেনেই এতদিনে প্রেসিডেন্সি হাত দিল প্রাক্তনীদের তথ্যভাণ্ডার তৈরিতে। প্রাক্তনীদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। অনলাইনে একটি ফর্ম প্রকাশ করা হয়েছে। তার মাধ্যমে প্রাক্তনীদের এগিয়ে এসে নিজেদের বিষয়ে তথ্য দিতে আবেদন করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে

প্রেসিডেন্সি

পাশ করার পর কে কোথায় চাকরি বা ব্যবসা করছেন, কোথায় উচ্চশিক্ষা বা গবেষণারত—সেই সব তথ্য চাওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্সিতে পড়াকালীন তাঁদের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করতে বলা হয়েছে। কারণ, বর্তমানে ন্যাক মূল্যায়নে এই সব তথ্যে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

প্রাক্তনীরাও চান, প্রেসিডেন্সি ন্যাক-এর মূল্যায়নে ভালো ফল করুক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উদ্যোগে প্রাক্তনীদের বড় অংশ নানা প্রশ্ন তুলতেও শুরু করেছেন। তাঁদের প্রশ্ন, যে ক্যাম্পাসে প্রাক্তনীদের প্রবেশাধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সেখানে ঠেলায় পড়ে এমন উদ্যোগে কি আদৌ কেউ সাড়া দেবেন? প্রাক্তনীদের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে একাধিক প্রাক্তনীকে দূর দূর করে গেট থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে স্বনামধন্য অনেক প্রাক্তনীও আছেন। মহানগরের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও রয়েছেন। কিছু দিন আগে একদল প্রবাসী প্রাক্তনী প্রেসিডেন্সির ঐতিহ্যবাহী পোর্টিকোতে গিয়ে এক মিনিট দাঁড়াতে চেয়েছিলেন নস্টালজিয়ার কারণে। তাঁদেরও গেটে আটকানো হয়। শত অনুরোধেও প্রবেশের অনুমতি মেলেনি, উল্টে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেন, যদি কোনও নিরাপত্তারক্ষী তাঁদের

ভিতরে ঢোকার ব্যবস্থা করেন, তা হলে তাঁর চাকরি খেয়ে নেওয়া হবে। নানা বিষয়ে প্রাক্তনীদের বহু আবেদন, অনুরোধ, পরামর্শ, দাবিও বার বার উড়িয়ে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও তথা সাংসদ জহর সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী প্রাক্তনীদের এক জন। তাঁর বক্তব্য, 'গত চার বছরে আমি এক দিনও প্রেসিডেন্সিতে পা রাখিনি। ওখানে এখন মিলিটারি-রাজ চলছে। নিজের কলেজে ঢুকতে গেলে নিজের নাম, বাবার নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা—এত কিছু কেন বলতে হবে? তা ছাড়া গোটা ক্যাম্পাসটাই এখন একটা ফ্যান্সি রিসর্টে পরিণত হয়েছে বলে আমি আর যাই না।' জহর মনে করিয়ে দিচ্ছেন, প্রেসিডেন্সির দুশো বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী গেট ভেঙে ফেলা, বিখ্যাত গাড়ি বারান্দা বা পোর্টিকোর চরিত্রবদল থেকে আইকনিক ক্যান্টিনের পরিচালক প্রমোদদাকে সরানোর বিরুদ্ধে প্রাক্তনীদের শত অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কানে তোলেননি। সত্তর দশকের বিখ্যাত ছাত্রনেতা অসীম চট্টোপাধ্যায়কেও কয়েক বছর আগে ক্যাম্পাসে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। অসীম সেই স্মৃতি মনে করে বলেন, 'সে দিন ছাত্ররা আমার পাশে না দাঁড়ালে হয়তো ঢুকতেই পারতাম না। আসলে কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারছেন না শৃঙ্খলাবোধ এ ভাবে অচলায়তন করে হয় না।' এই সূত্রেই অনেকের বক্তব্য, যাঁদের তেমন পরিচিতি নেই, তা হলে তাঁদের সঙ্গে ক্যাম্পাসে কেমন ব্যবহার করা হয়, সহজেই অনুমেয়!

প্রেসিডেন্সির আরও এক কৃতী প্রাক্তনী রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়ন্ত মিত্র মনে করেন, পৃথিবীর কোনও প্রতিষ্ঠান প্রাক্তনীদের সক্রিয় সহায়তা ছাড়া চলতে পারে না। তাই প্রতিষ্ঠানের ভালোর জন্যে কর্তৃপক্ষের চরিত্রবদল হওয়া দরকার। ২০০৬ সালে প্রথম বার ন্যাক মূল্যায়ন হয় প্রেসিডেন্সিতে। সে সময়ে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মমতা রায়। তিনিও প্রাক্তনী। মমতার কথায়, 'সে সময়ে প্রাক্তনীদের সাহায্য না পেলে আমাদের একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। এখন শুনতে পাই প্রাক্তনীদের ব্যাপারে নানা অনীহা।' এ ব্যাপারে অবশ্য প্রেসিডেন্সির রেজিস্ট্রার দেবজ্যোতি কোনারকের প্রশ্ন করা হলেও তিনি উত্তর দেননি। অন্য এক কর্তা জানান, কিছু দিন আগে নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রাক্তনী সংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্যাম্পাসে এলে যেন কাউকে আটকানো না হয়। প্রাক্তনী সংসদের বিভাস চৌধুরীর অবশ্য বক্তব্য, 'কিন্তু তার পরেও ক্যাম্পাসে প্রাক্তনী সংসদের অফিস কোথায়—তার কোনও দিকনির্দেশ নেই। ওয়েবসাইটেও আমাদের সংসদের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।'